

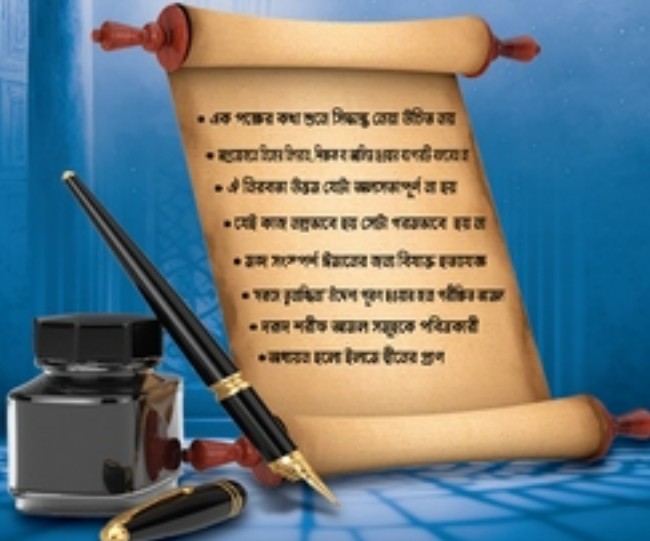


সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩১০
WEEKLY BOOKLET: 310

আমীরে আহলে সুন্নাহত হযরত আব্দুল্লাহ মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মাদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী رحمۃ اللہ علیہ এর বিভিন্ন বাণীর সমাহার

আমীরে আহলে সুন্নাহতের ১৩০টি বাণী

৪র্থ অংশ

- 
- এক পক্ষের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়
 - ক্ষমতায় উঠে উঠা, শিকার করা এবং দাবী করা নেই
 - ঐ বিতর্কিত উত্তর যেটা আসলেসম্পূর্ণ তা হয়
 - যেই কাজে জরুরিবে হয় সেটা পরামর্শে হয় তা
 - রাস সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর হওয়ায়
 - যখন মুক্তিযুদ্ধে উঠে পড়লে হয় পরীক্ষিত করে
 - মরাম শরীফ অর্থাৎ সম্মুখে পরিচয়
 - অশান্ত হলে ইলমের দ্বীপের প্রাণ

উপস্থাপক:
আবুল-ফাতিহুল ইসলামিয়া মাদ্রাসা
(সি.এস.ই.সি.)

Islamic Research Center

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

আমীরে আহলে সুন্নাতের ১৩০টি বাণী

খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত এর দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ পুস্তিকা
 “আমীরে আহলে সুন্নাতের ১৩০টি বাণী” পড়ে বা শুনে নিবে তাকে সুন্নাতের উপর
 আমলকারী ও শরীয়তের অনুসারী বানিয়ে দাও এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো।

أُمِينَ يَجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

দরুদ শরীফের ফযীলত

হযরত আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, হযুর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী: যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদে পাক পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করবেন। (মুসলিম, ১৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯১২)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

বুয়ুর্গদের বাণী

ফার্সি ভাষার প্রসিদ্ধ প্রবাদ “ صُحْبَتِ صَالِحٍ تُرَا صَالِحٌ كُنْتُ صُحْبَتِ طَالِحٍ تُرَا ” (অর্থাৎ ভালো মানুষের সংস্পর্শ তোমাকে ভালো করবে আর খারাপ মানুষের সংস্পর্শ তোমাকে খারাপ বানিয়ে দিবে) এটি একটি বাস্তবতা যে সংস্পর্শ ভালো হোক বা খারাপ তার প্রভাব অবশ্যই ফেলবে, তাই যে ব্যক্তি নেককার মানুষের সংস্পর্শে থাকে তার অন্তর নেকীর দিকে ধাবিত হয়ে আর যে খারাপ মানুষের সংস্পর্শে থাকে তার অন্তর মন্দের

দিকে ধাবিত হয়। মনে রাখবেন! আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের মজলিসে বসা, তাঁদের দর্শন করা এবং তাঁদের হিকমতপূর্ণ বাণীর উপর আমল করা উভয় জাহানে সফলতার মাধ্যম। তাছাড়া বুয়ুর্গানে দ্বীনের মুখ থেকে নির্গত শব্দাবলি এবং তাঁদের লিখনীও প্রভাব রাখে। যদি কোন ব্যক্তি নেককার বান্দার দরবারে উপস্থিত হতে না পারে তাহলে তাঁদের বাণীসমূহ পাঠ করেও ফয়েয হাসিল করতে পারে। আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** ও আল্লাহ পাকের এই ধরনের বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত যার হিকমতপূর্ণ আলোচনা শুনে শুধুমাত্র সমাজের অনেক বিকৃত হওয়া লোকের সংশোধন হয়ে যায় এমন না বরং সেও অপরকে সংশোধনকারী হয়ে যায়। আসুন বিভিন্ন বিষয়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী পাঠ করি ও নিজের সংশোধনের মাধ্যম বানিয়ে নিই।

আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর বাণীসমূহ

(১) এক পক্ষের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়।

(১৭ রমযানুল মুবারক ১৪৩৬ হিজরি, ৪ জুলাই ২০১৫ তারাবীর পর)

(২) মাতা - পিতা নিজেদের হাফিয সন্তানকে প্রতিদিন কুরআনে পাক পাঠ করার নির্দেশ দিতে থাকুন যাতে তাদের হিফযে কুরআন স্মরণ থাকে। (১৯ রবিউল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

(৩) সমস্ত হাফিযে কুরআন এক মঞ্জিল কুরআনে পাক পাঠ করার চেষ্টা করুন। (১৯ রবিউল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

(৪) অপ্রয়োজনে নিজের অবস্থান যথা নিগরান, শিক্ষক বা আলিম হওয়ার ব্যাপারটি বলবেন না। (২৩ রবিউল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

(৫) যদি ডাক্তার সৎ নিয়ত ও একনিষ্ঠতার সাথে রোগির চিকিৎসা করে আর তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয় তবে উপার্জনে বরকতও হবে আর পরকালে এটার সাওয়াবও পাবে। (১৯ রবিউল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

(৬) ডাক্তারদের রোগির কোন শরয়ী মাসআলার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় বরং মুফতিয়ানে কিরামের নিকট পাঠিয়ে দিন অথবা দারুল ইফতা আহলে সুনাতের নম্বর দিয়ে দিন।

(১৯ রবিউল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

(৭) যদি কোন রোগির চিকিৎসা ডাক্তার করতে না পারে তাহলে নির্দিধায় বলে দিন যে আপনার চিকিৎসা করা আমার পক্ষে সম্ভব না, এইভাবে মানুষের দৃষ্টিতে আপনার গুরুত্ব বেড়ে যাবে।

(২ জুমাদিল উলা ১৪৩৬ হিজরি, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

(৮) খোদাভীতি সম্পন্ন পারদর্শী ডাক্তার অথবা হাকিমকে ফ্যামেলি ডাক্তার বানিয়ে নিন। (১০ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২৭ জুন, ২০১৫ ইশারের পর)

(৯) ডাক্তারদের উচিত যে সৈয়দ বংশ ও গরীবদের সহানুভূতির জন্য মাসিক ভিজিট বানানো আর বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষুধ দেয়ার ব্যবস্থা করে দোয়া নেয়া।

(১০ রমযান ১৪৩৬ হিজরি মোতাবেক ২৭ জুন, ২০১৫ ইশারের পর)

(১০) রোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ডাক্তাররা নিজেদের হৃদয়ের অবস্থার ব্যাপারে চিন্তা করুন যে আমার মুসলমান ভাইয়ের অসুস্থতায় আমার আনন্দ লাগছে না তো? যদি এমন হয় তো ইস্তিগফার করুন। (১০ রমযান ১৪৩৬ হিজরি মোতাবেক ২৭ জুন, ২০১৫ ইশারের পর)

(১১) অপারেশন করার ও করানোর ক্ষেত্রে এমন সময় নির্ধারণ করা উচিত, যেটার মধ্যে কোন নামাযের সময় না আসে।

(১৯ রবিউল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

- (১২) “দরুদে তুনায্জিনা” উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার জন্য পরীক্ষিত আমল।
(১৯ রবিউল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)
- (১৩) সংবাদপত্র ও মিডিয়া ব্যবহারকারীরা ইসলামের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয় এমন কোন কাজ করা উচিত না।
(১৯ রবিউল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)
- (১৪) অপ্রয়োজনীয় আবেগপ্রবণতা (মানুষকে) ফাঁসিয়ে দেয়।
(১৮ রবিউল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিশেষ)
- (১৫) যে (আপনাকে) বুঝায় তার উপর রাগ না করা উচিত অন্যতায় আপনার উপর থেকে সংশোধনের দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে।
(২৩ রবিউল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)
- (১৬) শুধুমাত্র দরসে নিয়ামীর সিলেবাস দ্বারা আলিমে দ্বীন হওয়াটা কঠিন, এর জন্য আরও অনেক ইসলামী কিতাবাদি অধ্যয়ন করা জরুরী।
(২৩ রবিউল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)
- (১৭) নিজের মুখ দিয়ে নিজের জন্য গর্বের শব্দাবলী বলবেন না।
(২৩ রবিউল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)
- (১৮) বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরকালকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে আর এর বরকত দুনিয়াতেও পেয়ে থাকে। (২৪ রবিউল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ফেব্রুয়ারি ২০১৫)
- (১৯) ঐ নিরবতা উত্তম যেটা অলসতাপূর্ণ না হয়।
(১০ শাওয়াল ১৪৩৬ মোতাবেক ২৬ জুলাই, ২০১৫)
- (২০) মন্দ সংস্পর্শ ঈমানের জন্য বিষাক্ত হত্যাযজ্ঞ।
(২৫ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ১২ জুলাই, ২০১৫ ইশারের পর)
- (২১) কম কথা বলে আর দৃষ্টি নিচে রেখে সুন্নাতের অনুসারী ইসলামী ভাই আমার ভালো লাগে। (২৪ রবিউল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিশেষ)
- (২২) বাচ্চাদের যতো আবদার পূরণ করবেন ততো বৃদ্ধি পাবে, শুরু থেকেই তাদের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।
(২৪ রবিউল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিশেষ)

(২৩) যেই কাজ নম্রভাবে হয় সেটা গরমভাবে হয় না।

(২৪ রবিউল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিশেষ)

(২৪) আপনি যতো বড় নিগরানই হোন না কেনো নিজের অধিনস্থদের সাথে নম্রতা ও ভালবাসার দ্বারা কাজ আদায় করুন।

(২৪ রবিউল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিশেষ মুযাকারা)

(২৫) এই কল্পনাটি নিজের অন্তর ও মস্তিষ্কে রাখুন যে আল্লাহ পাক আমাকে দেখছেন। (২৫ রবিউল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

(২৬) গাণ্ডীর্যতা অবলম্বন করুন তবে মনে রাখবেন মুচকি হাসা গাণ্ডীর্যতার পরিপন্থী নয়। (ফাস্ট জুমাদিল উলা ১৪৩৬ হিজরি, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

(২৭) একটি সগিরা গুনাহও জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে।

(ফাস্ট জুমাদিল উলা ১৪৩৬ হিজরি, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

(২৮) অধিনস্থদের দ্বারা ভুল সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে বকাবকি, তিরস্কার করার পরিবর্তে ভালবাসা ও আন্তরিকতায় বুঝিয়ে দিন।

(ফাস্ট জুমাদিল উলা ১৪৩৬ হিজরি, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

(২৯) বাচ্চাদের “টা টা” শিখাবেন না বরং ফিআমানিল্লাহ, খোদা হাফিয় বা **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ** মুখস্ত করান। (ফাস্ট জুমাদিল উলা ১৪৩৬ হিজরি, ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

(৩০) যেই জিনিস বুয়ুর্গুদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, সেটার আদব করা সাওয়াব (তথা সাওয়াবের কাজ)।

(ফাস্ট জুমাদিল উলা ১৪৩৬ হিজরি, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিশেষ)

(৩১) ইলমে দ্বীন অর্জন করা অযিফা ও যিকির পাঠ করা থেকে উত্তম।

(৭ জুমাদিল উলা ১৪৩৬ হিজরি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

(৩২) মানুষ এমন ব্যক্তি থেকে দূরে থাকে যে * বেশি কথা বলে * দুশ্চরিত্র * কাপড় পরিষ্কার রাখে না আর লেনদেন ঠিক রাখে না যেমন ধার নিলে ঠিকমতো ফিরিয়ে দেয় না * তার শরীর বা কাপড় থেকে দুর্গন্ধ আসে ইত্যাদি। (২৩ শাওয়াল ১৪৩৬ মোতাবেক ১৮ আগস্ট, ২০১৫)

(৩৩) আমলের অবস্থা অনেক নাজুক, এতে সুখ্যাতি (শান ও শওকতের ভালবাসা) থেকে বেঁচে থাকা অনেক কঠিন।

(৭ জুমাদিল উলা ১৪৩৬ হিজরি, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ বিশেষ)

(৩৪) অধ্যয়ন হলো ইলমে দ্বীনের প্রাণ।

(৮ জুমাদিল উলা ১৪৩৬ হিজরি, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫)

(৩৫) বাচ্চাদেরকে বাল্যকাল থেকে পকেট খরচ দেয়া শুরু করবেন না, ঘরের মধ্যেই খাবারের জিনিস রান্না করে দিবেন।

(৯ জুমাদিল উলা ১৪৩৬ হিজরি, ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

(৩৬) বিকৃতি হওয়া সহজ, কিন্তু সংশোধন কঠিন, দালান তৈরী করতে অনেক সময় বছর লেগে যায় কিন্তু ভাঙ্গার ক্ষেত্রে খুব কমই সময় লাগে। (১৩ ফিলক্বদ ১৪৩৬ হিজরি অনুযায়ী ২৯ আগস্ট, ২০১৫)

(৩৭) মসজিদ সমূহে আওয়াজহীন (Sound Proof) জেনারেটর লাগানোর ব্যবস্থা করুন, সেটা পেট্রোল দিয়ে চলে বা গ্যাস দিয়ে, সেটার গন্ধ মসজিদে আসা উচিত নয়।

(২০ ফিলক্বদ ১৪৩৬ হিজরি, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

(৩৮) মাটি হওয়া ছাড়া কাজ হবে না কেননা দানা মাটির সাথে মিশে ফুল ফুটিয়ে থাকে। (১০ জুমাদিল উলা ১৪৩৬ হিজরি, পহেলা মার্চ ২০১৫)

(৩৯) নিজের কথাবার্তার ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা করা উচিত যে আমি কি করছি এবং কেন বলেছি? (১১ জুমাদিল উলা ১৪৩৬ হিজরি, ২ মার্চ ২০১৫ বিশেষ)

(৪০) এমনভাবে কথা বলুন যেন আপনার সামনে থাকা ব্যক্তি আপনার কাছ থেকে আরও কিছু শুনতে চাই।

(১১ জুমাদিল উলা ১৪৩৬ হিজরি, ২ মার্চ ২০১৫ বিশেষ)

(৪১) গম্ভীর ও সুন্দর চরিত্রবান লোকের কথা যে কেউ মান্য করে।

(১১ জুমাদিল উলা ১৪৩৬ হিজরি, ২ মার্চ ২০১৫ বিশেষ)

- (৪২) চরিত্রবান ব্যক্তির নেকীর দাওয়াত বজার নেকীর দাওয়াতেহ চেয়ে বেশি কার্যকর। (১২ জুমাদিল উলা ১৪৩৬ হিজরি, ৩ মার্চ ২০১৫ বিশেষ)
- (৪৩) কোন এক শহরে মহামারী ছড়িয়ে পড়লে তখন শহরের বাহিরে আযান দিবে এবং অধিকহায়ে দান সদকা করবে।
(২৩ জুমাদিল উলা ১৪৩৬ হিজরি, ১৪ মার্চ ২০১৫)
- (৪৪) আমাদেরকে শরীয়তেহ উপর আমল করার জন্য সংবেদনশীল হতে হবে। (১৫ জুমাদিল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ৪ এপ্রিল ২০১৫)
- (৪৫) হাজারো ভাল কাজ, সাওয়াবেহ নিয়তে না করার কারণে শুধুমাত্র মুবাহ হয়ে থাকে। (১৫ জুমাদিল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ৪ এপ্রিল ২০১৫)
- (৪৬) নামায়েহ পূর্বে ঐসমস্ত জিনিস যা বিনয় ও একাগ্রতা থেকে বাধা (অর্থাৎ প্রতিবন্ধক) হয়, তা পরিহার করুন।
(১৫ জুমাদিল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ৪ এপ্রিল ২০১৫)
- (৪৭) দরুদ শরীফ আমল সমূহকে পবিত্রকারী।
(পহেলা যিলহজ্জ ১৪৩৬ হিজরি মোতাবেক ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫)
- (৪৮) নেক আমলের উপর অটলতার জন্য প্রথম পর্যায়ে নিজের নফসকে নেকীর প্রতি জোর করতে হবে।
(২৯ জুমাদিল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ১৮ এপ্রিল ২০১৫)
- (৪৯) এমুলেন্দের আওয়াজ নিজের মধ্যে শিক্ষা রাখে।
(২৯ জুমাদিল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ১৮ এপ্রিল ২০১৫)
- (৫০) নিজের ঘরের মধ্যে দুই চার স্থানে “আল্লাহ দেখছেন” এ কথা লিখে লাগিয়ে দিন। এর বরকত স্বয়ং নিজে দেখতে পাবেন।
(২৯ জুমাদিল আখির ১৪৩৬ হিজরি, ১৮ এপ্রিল ২০১৫)
- (৫১) সন্তানদেরকে নেককার বানানোর আগ্রহ থাকা ভালো, কিন্তু সেটার জন্য অপ্রয়োজনীয় আবেগপ্রবণতা ঠিক না।
(১৭ রমযানুল মুবারক ১৪৩৬, ৫ জুলাই ২০১৫ আসরের পর)

(৫২) মা বাবার উচিত তারা যেন সন্তানদের ভালবাসা ও হিকমতে আমলী দ্বারা বুঝায়, কথায় কথায় বকাবকি, প্রহার করা ও চিৎকার করে করে বুঝানো, এটা তাদেরকে বিদ্রহীতে পরিণত করতে পারে।

(১৩ রজব ১৪৩৬ হিজরি মোতাবেক ২ মে ২০১৫)

(৫৩) বাচ্চাদের সাথে মিথ্যাবাদি হলো অসৎ লোক, এদের মধ্যে মূর্খতার তারকা বন্টন করা উচিত কেননা এরা নিজেদের হাতে বাচ্চাদের চরিত্র ধ্বংস করে দিচ্ছে। (১৩ রজব ১৪৩৬ হিজরি মোতাবেক ২ মে ২০১৫)

(৫৪) বাচ্চাদেরকে ভয় দেখানো “বাবা এসেছে, জিনে খেয়ে ফেলবে, ফকির উঠিয়ে নিয়ে যাবে, বস্তা ওয়ালা তুলে নিয়ে যাবে” ইত্যাদি বাক্য বলার দ্বারা সে ভিত্তু হয়ে যাবে। বাচ্চাদের ভিত্তু অর্থাৎ ছাগলের হৃদয়ের মতো নয় বরং বাঘের হৃদয় (বাহাদুর) বানাতে হবে। (১৩ রজব ১৪৩৬ মোতাবেক ২ মে ২০১৫)

(৫৫) ক্লান্তি ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় দুঃখের সংবাদে আঘাত বেশি লাগে। সুতরাং এই অবস্থায় মৃত্যুর সংবাদ দেয়া থেকে বিরত থাকুন।

(১৩ রজব ১৪৩৬ মোতাবেক ২ মে ২০১৫)

(৫৬) মুবাল্লিগের জন্য ইলম, ধৈর্য ও সহনশীলতা, নশ্রতা এবং হিকমতে আমলী জরুরী। (২০ রজব ১৪৩৬ মোতাবেক ৯ মে ২০১৫)

(৫৭) কলম ইলম শিখার যন্ত্র, এটার আদব করণ।

(২০ রজব ১৪৩৬ হিজরী, ৯ মে ২০১৫)

(৫৮) পরামর্শ পরামর্শই হয়ে থাকে, অর্ডার নয়, এজন্য কেউ গ্রহন না করলে অসম্পূর্ণ হওয়া উচিত নয়। (২৭ রজব ১৪৩৬ হিজরী, ১৬ মে ২০১৫)

(৫৯) হৃদয় আল্লাহ পাকের যিকির থেকে উদাসীন না হওয়া, এটার জন্য সালেহদের সংস্পর্শ (অর্থাৎ নেককারদের সংস্পর্শ) জরুরী।

(১০ শাওয়াল ১৪৩৬ হিজরী, ২৬ জুলাই ২০১৫)

- (৬০) যে নিজের “একনিষ্টতা” এর উপর সম্ভ্রষ্ট হয়ে যায়, তার একনিষ্টতা বেশি প্রয়োজন। (৫ শাবান ১৪৩৬ হিজরী, ২৩ মে ২০১৫)
- (৬১) মসজিদ নিরাপত্তা ও রহমত অবতীর্ণ হওয়ার স্থান।
(১২ শাবান ১৪৩৬ হিজরী, ৩০ মে ২০১৫)
- (৬২) মেহমান আগ্রহভরে খাবার খাওয়াটা আয়োজককে আনন্দীত করে যে, আমার খাবার মেহমানরা পছন্দ করেছে।
(১৭ শাবান ১৪৩৬ হিজরী, ৪ জুন ২০১৫)
- (৬৩) বিনা দাওয়াতে কারো অনুষ্ঠানে কখনো যাওয়া উচিত নয়, যদি কখনো এরকম হয়ে থাকে তাহলে তওবার পাশাপাশি যিনি দাওয়াতের আয়োজন করেছে তার কাছে ক্ষমাও চেয়ে নিন।
(১৯ শাবান ১৪৩৬ হিজরী, ৬ জুন ২০১৫)
- (৬৪) আজকাল লোকদের লোভ দেখে মনে হয় যে ব্যক্তিত্ব মরে গেছে।
(১৯ শাবান ১৪৩৬ হিজরী, ৬ জুন ২০১৫)
- (৬৫) যখন আযান হয়ে যায় তখন সমস্ত কাজ ছেড়ে নামাযের দিকে মনোযোগি হয়ে যান। (২৬ শাবান ১৪৩৬ হিজরী, ১৩ জুন ২০১৫)
- (৬৬) নামাযকে বলো না আমার কাজ আছে বরং কাজকে বলো আমার নামায পড়তে হবে। (২৬ শাবান ১৪৩৬ মোতাবেক ১৩ জুন ২০১৫)
- (৬৭) হারামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ “না হারাম খাবো আর না নিজের সন্তানদের হারাম খাওয়ানো”। (২৬ শাবান ১৪৩৬ মোতাবেক ১৩ জুন ২০১৫)
- (৬৮) الْحَمْدُ لِلَّهِ দুনিয়াতে আমরা তো মুমিন, যদি ঈমান সহকারে মারা যায় এটি অনেক বড় সৌভাগ্য। (২৭ শাবান ১৪৩৬ মোতাবেক ১৪ জুন ২০১৫)
- (৬৯) নেক কাজ করার জন্য নফসকে দমিয়ে ও কষ্ট করে নেক কাজ করার চেষ্টা করুন। (২৭ শাবান মোতাবেক ১৪ জুন ২০১৫)

(৭০) মদীনা শরীফে মৃত্যু বরণ সৌভাগ্যের ব্যাপার ।

(২৮ শাবান ১৪৩৬ মোতাবেক ১৫ জুন ২০১৫)

(৭১) বাচ্চাদেরও মনজয় করুন । (২৮ শাবান ১৪৩৬ মোতাবেক ১৫ জুন ২০১৫)

(৭২) যদি নিজে কাউকে খুশি করতে না পারেন কারো মনে কষ্ট দিবেন না । (২৮ শাবান ১৪৩৬ মোতাবেক ১৫ জুন ২০১৫)

(৭৩) হায়! আমরা চেহারা চমকানোর পরিবর্তে নিজেদের অন্তর চমকানোর চেষ্টায় মশগুল হয়ে যেতাম ।

(১১ মুহররম ১৪৩৭ হিজরি, ২১ অক্টোবর ২০১৫)

(৭৪) আপনি বৃদ্ধ হোন বা যুবক, প্রতিটি বয়সে ইসলামের খেদমত করার চেষ্টা করুন । (২ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ১৯ জুন ২০১৫ যোহরের পর)

(৭৫) সাহরিতে হালকা খাবার আর তাও কম খাবেন, ভারী খাবার খাবেন না, স্বাস্থ্য ভালো থাকবে । (৩ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২০ জুন ২০১৫ ইশারের পর)

(৭৬) অতিরিক্ত সুপারি ব্যবহার করা ক্ষতিকারক ।

(৭ ফিলহজ্জ ১৪৩৬ মোতাবেক ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

(৭৭) আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য কম আহার করা ইবাদত ।

(৩ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২০ জুন ২০১৫ ইশারের পর)

(৭৮) নিজেদের ছেলে সন্তান ও কন্যা সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা সম্বলিত প্রশ্নাবলি ও সেগুলোর উত্তর মুখস্ত করান ।

(২০ জুমাদিল উলা ১৪৩৮ হিজরি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)

(৭৯) কেউ কোন কিতাব আমানত স্বরূপ দিলে তার অনুমতি ছাড়া সেটা খুলে দেখবেন না । (৩ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২০ জুন, ২০১৫ আসরের পর)

(৮০) আযানের মাঝখানে অনেকবার আমি এই কল্পনা করি যে আমি কবরের মধ্যে আছি আর আমার কবরে আযান দেয়া হচ্ছে ।

(৪ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২১ জুন, ২০১৫ ইশারের পর)

(৮১) জির্গশির্গ কবর দেখার ফলে শিক্ষা অর্জন হয় ।

(পহেলা মুহররম ১৪৩৭ মোতাবেক ১৫ অক্টোবর ২০১৫)

(৮২) মোবাইলে কথা বলার সময়, লাউট স্পিকার চালু করতে হলে যার সাথে কথা বলছেন তার অনুমতি নিন, হয়তো সে এমন কথা বলতে চাই, যা আপনি ছাড়া আর কেউ যেনো জানতে না পারে ।

(৫ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২২ জুন, ২০১৫ ইশারের পর)

(৮৩) মোবাইলে রেকর্ডিং সিস্টেমে শিক্ষা রয়েছে যে আমরা রেকর্ডিংয়ে সাবধানে কথা বলে থাকি, কিন্তু কিরামান কাতিবিন যারা সর্বক্ষণ আমাদের সাথে রয়েছেন তাঁদেরকে ভয় করি না ।

(৫ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২২ জুন, ২০১৫ ইশারের পর)

(৮৪) আমার অভ্যাস হলো আমি বিনা হিসাবে ক্ষমার দোয়া করতে থাকি, কেননা আমার হিসাব দেয়ার শক্তি নেই ।

(৫ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২২ জুন, ২০১৫ ইশারের পর)

(৮৫) শুধুমাত্র অলসতাবশত জামআত বিহীন নামায পড়া আমার অভিধানে নেই । (৫ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২২ জুন, ২০১৫ ইশারের পর)

(৮৬) যার হৃদয় দ্বীনি পরিবেশের মধ্যে ভীতসন্ত্রস্ত হয়, তার উদাহরণ এমন যেমন রোগির ঔষুধ খেতে ভালো লাগে না ।

(পহেলা রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৫)

(৮৭) যার পাগড়ী শরীফ পড়ার নিয়্যত থাকে দ্রুত পাগড়ী পড়ে নিন, জীবনের কোন ভরসা নেই । (৫ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২২ জুন, ২০১৫ ইশারের পর)

(৮৮) ভদ্র সন্তানরা নিজের মাতা পিতার সামনে উঁচু আওয়াজে কথা বলে না বরং তাদেরকে সম্মান করে, হাত পা চুম্বন করে ।

(৬ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২৩ জুন, ২০১৫ ইশারের পর)

(৮৯) আলিমে দ্বীনের সম্মান করা মুস্তাহাব ।

(৬ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২৩ জুন, ২০১৫ ইশারের পর)

(৯০) ইবাদতের ক্ষেত্রে হৃদয় সংকীর্ণ হওয়া ভালো কথা নয়।

(৬ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২৩ জুন ২০১৫ ইশারের পর)

(৯১) দুনিয়াবী ব্যস্ততা এইভাবে হওয়া উচিত নয় যে আল্লাহ পাকের ইবাদত ও অন্যান্য ফরয সমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে অলসতা হয়।

(৬ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২৪ জুন ২০১৫ আসরের পর)

(৯২) ঔষুধ সেবনের পূর্বে “بِسْمِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ بِسْمِ اللَّهِ الْكَلْبِيِّ” পাঠ করার অভ্যাস করুন, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** আরোগ্য লাভ হবে।

(৭ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২৫ জুন ২০১৫ আসরের পর)

(৯৩) যে সুস্থ সবল থাকতে চাই, তার উচিত যৌবনকাল থেকেই ইবাদতের শক্তি অর্জন করার নিয়তে বেশি আহার করা থেকে দূরে থাকা। (৯ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২৬ জুন ২০১৫ ইশারের পর)

(৯৪) যতটুকু সম্ভব ঔষুধ (Medicine) সেবন করা থেকে বেঁচে থাকুন আর খাবার দিয়ে চিকিৎসা করার চেষ্টা করুন।

(১০ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২৭ জুন ২০১৫ ইশারের পর)

(৯৫) নিজের ভুল স্বীকার করার জন্য “আমি” বলার অভ্যাস বাদ দিতে হবে। (১১ জুমাদিল উলা ১৪৩৬ হিজরি ২ মার্চ ২০১৫ বিশেষ)

(৯৬) শিক্ষক নিজের ছাত্রদের মানসিক অবস্থা বুঝার ক্ষেত্রে যোগ্য হতে হবে। (১১ জুমাদিল উলা ১৪৩৬ হিজরি ২ মার্চ ২০১৫ বিশেষ)

(৯৭) মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহন করতে থাকলে এমন এমন মাসআলা জানতে পারবেন, যা পূর্বে জানতেন না।

(৯ ফিলহজ্জ ১৪৩৬ মোতাবেক ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

(৯৮) প্রত্যেক লেখককে আল্লাহ পাককে ভয় করা উচিত যে সে কি লিখছে। (১২ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২৯ জুন ২০১৫ ইশারের পর)

(৯৯) বিয়ের অনুষ্ঠানে এমনভাবে খাবার রান্না করান যাতে সকলে খেতে পারে আর অপচয় না হয়, কিয়ামতের দিন বিন্দু বিন্দু পরিমাণ হিসাব দিতে হবে। (১২ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২৯ জুন ২০১৫ ইশারের পর)

(১০০) সংবাদপত্রের মধ্যে পবিত্র শব্দাবলি লিখা থাকে, সুতরাং সেগুলো যেখানে সেখানে ফেলবেন না।

(১২ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২৯ জুন ২০১৫ ইশারের পর)

(১০১) যেকোন শরয়ী মাসআলা বা লিখনী ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ করবেন না, যতক্ষণ না কোন নির্ভরযোগ্য আলিমে দ্বীনের মাধ্যমে চেক করে না নিবেন। (১২ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২৯ জুন ২০১৫ ইশারের পর)

(১০২) দ্বীনের যতোটুকু কাজ করতে চান যৌবনকালেই করে নিন, সাধারণত বৃদ্ধ বয়সে শক্তি থাকে না।

(১৩ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ৩০ জুন ২০১৫ ইশারের পর)

(১০৩) নিজের আরামের সাথে অপরের আরামের দিকেও খেয়াল রাখা উচিত। (১৩ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ৩০ জুন ২০১৫ ইশারের পর)

(১০৪) যথাসম্ভব উড়ো জাহাজে সফর করতে হলে এমন সময় (Time) বেঁচে নিন যেন সফরের মাঝখানে নামায পড়তে না হয়, কেননা জাহাজের মধ্যে নামায পড়া কঠিন হয়ে যায়।

(১৩ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক পহেলা জুলাই ২০১৫ আসরের পর)

(১০৫) যে সমস্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চা সহ্য করতে পারবে তাকে রোযা রাখতে দিন। (১৩ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক পহেলা জুলাই ২০১৫ আসরের পর)

(১০৬) নেকীর ফযীলতের দিকে দৃষ্টি দেয়া ও হায়াতের সংকির্ণতার চিন্তা দ্বারা নেকীর মধ্যে স্থায়িত্ব অর্জন হবে।

(১৪ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২ জুলাই ২০১৫ ইশারের পর)

- (১০৭) ঘরের কোন নাম রাখা ভালো বিষয়, যেই ঘরে আমরা থাকি সেটার নাম “بَيْتُ الْفَنَاءِ” রাখুন কেননা প্রতিটা বঙ্গই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। (১৪ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ২ জুলাই ২০১৫ আসরের পর)
- (১০৮) মসজিদ আল্লাহ পাকের রহমত নাযিল হওয়ার স্থান, সেটাতে মন বসান আর সেখানে সময় অতিবাহিত করুন।
(৪ মুহররম ১৪৩৭ মোতাবেক ১৮ অক্টোবর ২০১৫)
- (১০৯) ইসলামের ক্ষতিসাধন কারী ও ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলা ব্যক্তি হলো শয়তান। (১৫ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ৩ জুলাই ২০১৫ ইশারের পর)
- (১১০) মানসিক ভয় থাকা উচিত নয় বরং নিজের মধ্যে সত্যিকার খোদাভীতি সৃষ্টি করুন। (১৫ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ৩ জুলাই ২০১৫ আসরের পর)
- (১১১) এটা বলা ঠিক না যে আমি “সম্পূর্ণ পরহেজ করে” থাকি কেননা কিছু না কিছু তো মন্দ হয়ে থাকে।
(১৬ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ৩ জুলাই ২০১৫ ইশারের পর)
- (১১২) যে ব্যক্তি দেখে দেখে কুরআন পড়তে পারে না তাকে শিক্ষিত বলা যাবে না, যদিওবা লোকে তাকে শিক্ষিত বলে।
(১৬ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ৩ জুলাই ২০১৫ ইশারের পর)
- (১১৩) ইলমে দ্বীন অর্জন করা, এর উপর আমল করা এবং তা প্রচার করা সব সদকা। (১৬ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ৩ জুলাই ২০১৫ বা'দে ইশা)
- (১১৪) দরমযানুল মুবারক, নেকী করার ও জান্নাতে যাওয়ার সিজন (Season)। (১৬ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ৪ জুলাই ২০১৫ বা'দে আসর)
- (১১৫) কেউ ডাকলে “يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ” বলাটা উত্তম ও বিনয়ি বাক্য। এটা বলার দ্বারা ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, এটা সুন্নাতও, এই নিয়তে করেন তো সাওয়াব পাবেন। (১৬ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ৪ জুলাই ২০১৫ বা'দে আসর)

(১১৬) নিজের সন্তানদেরও অপ্রয়োজনে বকাবকি ও মনেকষ্ট দেয়ার অনুমতি নেই। নশ্র ভাষায় বুঝিয়ে সন্তানদের কাছ থেকে কাজ নেয়া উচিত। (১৭ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ৫ জুলাই ২০১৫ বা'দে আসর)

(১১৭) নিজের যেকোন লিখনী, নির্ভরযোগ্য আলিমের দ্বারা সত্যায়ন করা ব্যতীত সামনে অগ্রসর করবেন না।

(১০ মুহররমুল হারাম, ১৪৩৭ মোতাবেক ২১ অক্টোবর ২০১৫)

(১১৮) কুমন্ত্রণার দিকে মনযোগ না দেওয়াও কুমন্ত্রণার চিকিৎসা।

(১৮ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ৫ জুলাই ২০১৫ বা'দে আসর)

(১১৯) নিজের মরহুম আত্মীয়দের স্বপ্নে দেখার জন্য আগ্রহ করবেন না, যদি কাউকে মন্দ অবস্থায় দেখে নেন তাহলে অনেক আফসোস হবে, যদিওবা স্বপ্ন শরয়ীভাবে দলিল নয়।

(১৯ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ৭ জুলাই ২০১৫ বা'দে আসর)

(১২০) খোদাভীতি অর্জন করার জন্য খায়েফিন (আল্লাহ পাককে ভয় করে এমন ব্যক্তির) সংস্পর্শ খুবই জরুরী।

(২০ রমযান ১৪৩৬ ৭ জুলাই ২০১৫ বা'দে ইশা)

(১২১) ঈদুল ফিতর কৃতজ্ঞ প্রকাশের দিন। আমাদের উচিত এতে গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায় করা।

(২১ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ৮ জুলাই ২০১৫ বা'দে ইশা)

(১২২) নিজ সন্তানদের সামনে এই নিয়তে **اللَّهُ** বলতে থাকুন যেন তারাও **اللَّهُ** পাঠকারী হয়ে যায়। (১৪ জুমাদিল উলা ১৪৩৮ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)

(১২৩) শিশুদেরকে দুর্বল প্রকৃতি বা পড়ালেখায় দুর্বল ইত্যাদি বলা, তাকে আরও দুর্বল বানাতে পারে। এজন্য এরকম বলা থেকে বিরত থাকুন। (২২ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ১০ জুলাই ২০১৫ বা'দে আসর)

(১২৪) আধুনিকতার চাহিদা হলো কাপ বা গ্লাস ইত্যাদি উঠানোর সময় এইভাবে উঠাবে যে আঙ্গুল যেন ভিতরে বরং ধারেও না আসে।
নিম্নাংশের দিক থেকে উঠানো।

(২৩ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ১০ জুলাই ২০১৫ বা'দে ইশা)

(১২৫) মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই আকাংখা করে যে হয় যদি! একটা পয়সাও বাঁচিয়ে না রাখতাম বরং দান করে দিতাম।

(২৩ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ১১ জুলাই ২০১৫ বা'দে আসর)

(১২৬) দুনিয়ার কষ্টের মধ্যে জাহান্নামের কষ্টকে স্মরণ করা।

(২৪ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ১১ জুলাই ২০১৫ বা'দে ইশা)

(১২৭) যথাসম্ভব বিপদের কথা গোপন রাখা উচিত।

(২৪ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ১১ জুলাই ২০১৫ বা'দে ইশা)

(১২৮) পুরুষ, সেই নয় যে সমাজের পিছন পিছন চলে বরং পুরুষ তো সেই যে সমাজকে তার পিছনে চালায়।

(২৪ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ১২ জুলাই ২০১৫ বা'দে আসর)

(১২৯) নিজের মধ্যে খোদাভীতি সৃষ্টি করার জন্য নিজেকে নিজে অধম মনে করুন এবং আল্লাহ পাকের কুদরতকে স্মরণ করুন। আল্লাহ পাকের গোপন সহস্য ও মন্দ মৃত্যুর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হতে থাকুন।

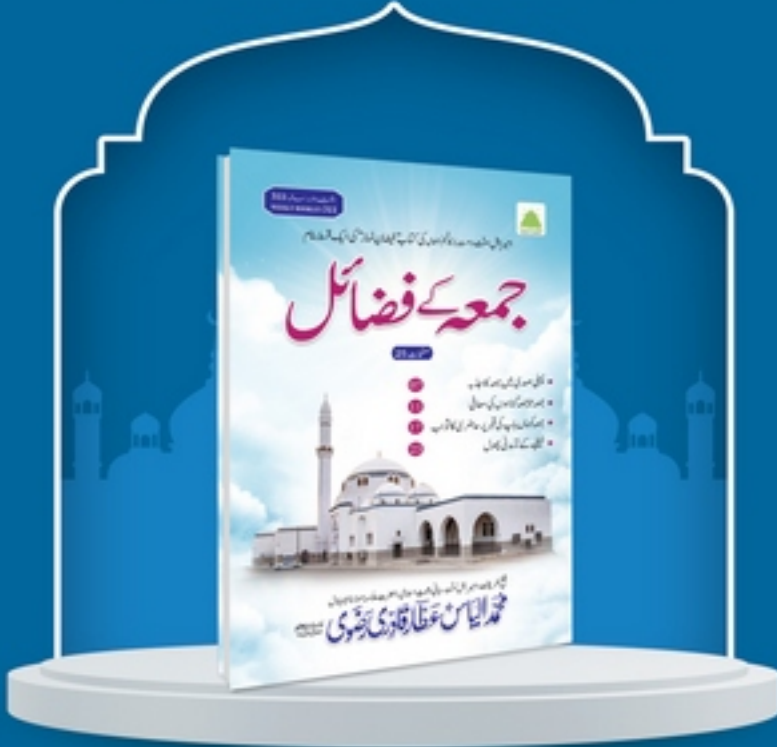
(২৫ রমযান ১৪৩৬ মোতাবেক ১২ জুলাই ২০১৫ বা'দে ইশা)

(১৩০) নিজের ঘরে কানযুল ঈমান অবশ্যই রাখুন।

(৮ ফিলহজ্জ ১৪৩৬ মোতাবেক ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫)



আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্ল্যা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়োদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্ল্যা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০০৫৮৯

কশাশ্রীপাট্টা, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১০২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net